সংবাদ

তারিখ ... 4 FEB 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪ ...

এক পদের বিপরীতে তিন কর্তা : বেহালে কুড়িগ্রাম প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম

প্রতিনিধি, কুড়িগ্রাম

কুড়িগ্রাম জেলা প্রথমিক শিক্ষা অফিসার এখন তিনজন। এক পদে তিন কর্মকর্তার কারণে ভেঙে পড়েছে জেলার শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশাসনিক কার্যক্রম।

শিক্ষা সূত্রে জানা গেছে, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এনামুল হক ছুটিতে। ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসারের দায়িত্বে সহকারি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এ কে এম শাহজাহান সিদ্দিকী। অপরদিকে নীলফামারীর সহকারি জেলা শিক্ষা অফিসার স্বপন কুমার রায় চৌধুরী গত ২৫ জানুয়ারি কুড়িগ্রামে জেলা প্রথমিক শিক্ষা অফিসার (চলতি দায়িত্ব) হিসেবে যোগদান করে বসে আছেন কাজ নেই। এ অবস্থায় শিক্ষক ও কর্মকর্তারা পড়েছে বিপাকে। ফলে কার নির্দেশে চলবে অফিস, এনিয়ে দেখা দিয়েছে জটিলতা। চলছে রশি টানাটানি। শিক্ষক নেতা ও কর্মচারীদের মধ্যে শুরু হয়েছে গ্রুপিং। তিনটি গ্রুপ হয়ে তিনজনের দিকে ইউটার্ন নিচ্ছে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষে।

অভিযোগ উঠেছে, সরকার দলের নাম ভাঙ্গিয়ে কয়েকজন শিক্ষক এবং নানা অনিয়মের হোতা উচ্চমান সহকারি দবির উদ্দিন মোটা অংকের টাকা নিয়ে মাঠে নেমেছে স্বপন কুমার রায় চৌধুরীকে দায়িত্ব নিয়েদিতে। তাহলেই দুর্নীতিবাজ শিক্ষক ও কর্মচারীদের হবে পোয়াবারো অবস্থা। কারণ ইতিপূর্বে স্বপন কুমার রায় চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের দায়িত্বে থাকাকালিন শিক্ষা প্রশাসন ছিল এই সিন্ডিকেটের দখলে। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে প্রাক প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস করে কয়েক কোটি টাকা আয় করে এই সিন্ডিকেট। এছাড়া নিয়োগের মৌখিক পরীক্ষা, বদলি, ডিপুটেশন, পিটিআইয়ে মনোনয়নসহ বিভিন্ন কাজে লাখ লাখ টাকা লুটে নেয়। এ সিন্ডিকেটের অন্যতম হোতা দবির উদ্দিন ও শিক্ষক নারায়ণচন্দ্রের বিরুদ্ধে নানা অনিয়মের অভিযোগ বিভাগীয় তদন্তে প্রমাণিত হয়। স্বপন কুমার রায় চৌধুরী অত্যন্ত চতুরতার সাথে ২০১৪ সালে তৎকালিন ডিপিইও আব্দুল কাদেরকে বাধ্য করেন ৬ মাসের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সংযুক্তি নিতে। কারণ এ সময়ে এই সিন্ডিকেট স্বপন কুমার রায় চৌধুরীকে দিয়ে নিয়োগ ও মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করেন এবং অর্থের বিনিময়ে পদায়ন করেন। একইভাবে সৎ অফিসার হিসেবে পরিচিত আতাউর রহমানকে ডিপিইও হিসাবে কুড়িগ্রামে যোগদান করলেও চার্জ বুঝে পাননি। তিনি ৬ দিন অবস্থান করে অন্যত্র বদলি নিয়ে চলে যান। একই ভাবে ২০১৫ সালের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার আগে তৎকালিন ডিপিইও সাইদুজ্জামানকে বাধ্য করা হয় এক মাসের ছুটিতে যেতে। আর সিন্ডিকেটের পাতানো ছকে প্রতিবারে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের দায়িত্ব পান স্বপন কুমার রায় চৌধুরী।

ডিপিইও এনামুল হক বলেন, কুড়িগ্রামের হযবরল শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। ফিরিয়ে আনা হয়েছে শৃঙ্খলা। তথাকথিত সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেয়া হয়ে। প্রাথমিক শিক্ষ বিভাগে ফিরে আসে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ। এমন সময় এই সিন্ডিকেটের অপতৎপরতায় আমার পদ শুন্য না করেই নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করেই স্বপন কুমার রায় চৌধুরীকে কুড়িগ্রামে সংযুক্ত করে শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করানো হয়েছে। এতে করে দুষ্ট লোকেরাই লাভবান হবে। ক্ষতিগ্রস্থ হবে কুড়িগ্রাম জেলার প্রাথমিক শিক্ষার মান। শিক্ষ ও প্রশাসন বন্দি হবে চিহ্নিত ঐ সিন্ডিকেটের হাতে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রমাণ মেলে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদন্ত প্রতিবেদন উর্ধতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। স্বপন কুমার রায় চৌধুরী জানান, তার বিরুদ্ধে আনিত সকল অভিযোগ মিথ্যা ও মনগড়া। কারণ সরকার যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে তখন তা পালন করেছি। আমার বর্তমান বদলীর আদেশ ভুল হলেও তা মন্ত্রণালয়ের বিষয়। উল্টো তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন-'যারা অভিযোগ দিচ্ছে-তারা আমাকে অন্যত্র বদলি করে দেক' আমার কোন আপত্তি নেই।

অভিযুক্ত দবির উদ্দিনের মোবাইলে অনেকবার ফোন দিয়েও তাকে পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে সন্ধ্যার দিকে তার ব্যবহৃত মোবাইল বন্ধ করে রাখে। ফলে তার মতামত জানা সম্ভব হয়নি।